ভূমিকা

আমার 'নক্ষত্রের আলোয়' পুস্তিকাটি পুরোনো ধাঁচের। তার মানে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদিগের অনুসরণ। এই বইয়ের কবিতাগুলি যখন লিখতাম (২১/২২ বছর বয়েসে) তখন ভাবতাম এ কবিতাগুলি কেউ পড়বে না, পড়লেও একাধিকবার পড়বে না এবং ভুলে যাবে। কিন্তু এখন পঞ্চাশ বছর পরেও দেখছি এই পুস্তিকার প্রায় সব কবিতাই আমার মুখস্থ আছে, যদিও আমি গত ৪৫ বছর পুস্তিকাটি পড়িনি, তবু মনে আছে যদি আমি সারা জীবন ওই ধরনের কবিতা লিখে যেতাম তবে কবি হতে পারতাম না—এ কথা আমি ওই ২২ বছর বয়েসেই বুঝতাম। ফলে বহু গবেষণা করে আমি নতুন ধরনের কবিতা লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করলাম। একটি মেয়ের মুখ ফোটা পদ্মফুলের মতো সুন্দরী। তার বন্ধুরা তার মুখের চারপাশে এসে ঘুরে বেড়ায়ঃ এই হল ঘটনা। আমি মেয়ে শব্দটি বাদই দিলাম। শুধু পদ্মফুলের কথা লিখলাম। পদ্মফুলের বর্ণনা লিখলাম, বন্ধুদের কথা বাদই দিলাম, লিখলাম মৌমাছিরা পদ্মফুলের কাছে আসে মধু খাবার জন্য। এর ফলে কবিতার দৈর্ঘ্য অর্ধেক হয়ে গেল। এবং কবিতার মানেও একাধিক হয়ে গেল—যেমন আমিই পদ্মফুল, সম্পাদক বন্ধুরা হল মৌমাছি।

ফলে 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতা পড়বার সময় একেবারে শুরুতেই একবার 'যেন' শব্দটি ভেবে নিলে কবিতা বুঝতে সুবিধা হয়। যেমনঃ

'একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেল...'

এই কবিতাটি পড়তে হবে এই ভাবে

'যেন একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেল...
এবং 'মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে;
শিক্ষায়তনের কাছে হে নিশ্চল স্নিগ্ধ দেবদারু,
জিহ্বার উপরে দ্রব কণা, কণা লবণের মতো
কী ছড়ায়, কে ছড়ায়...

এই কথা বইতে ছাপা। কিন্তু পড়তে হবে এইভাবে:

'যেন মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকালে হাসে...' ইত্যাদি

এর পরের কবিতাটিও তাই। ছাপা আছে

'শিশুকালে শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে।
অথচ তাদের আমি এত অনুসন্ধানেও এখনো দেখিনি...'

পড়তে হবে এইভাবে

'যেন শিশুকালে শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে।
অথচ তাদের আমি এত অনুসন্ধানেও এখনো দেখিনি...

আমার ধারণা এইভাবে পড়লে কতিপয় অর্থ কিছুটা বোঝা যাবে। একটা কবিতা তো বইতে ছাপাই আছে

'যেন প্রজাপতি ধরা প্রত্যক্ষ হাতের অতর্কিত
আক্রমণ করে ব্যর্থ'

অবশ্য আমার কবিতায় আরও নানান জটিল ব্যাপার আছে—প্রতীকে প্রতীকে ভর্তি। 'ফিরে এসো, চাকা' বইতে ছাপা ৭৭টি কবিতায় প্রায় ৩০০টি উপমা আছে। তার পরে আছে আবার রঙের ব্যাপার।

একটি কবিতায় তো আমি লিখেই দিয়েছি

'বাতাস আমার কাছে আবেগের মথিত প্রতীক, ইত্যাদি।

বিনয় মজুমদার
শিমুলপুর

সূচি

উন্মোচনের গান (তুমি তো কথা বলো, জীবন প্রত্যহ) ১৫
চিরদিন একা একা (চিরদিন একা একা অবরোধে থেকে) ১৬
নক্ষত্রের আলোয় (চাঁদ নেই, জ্যোৎস্নার অমলিন জ্বালা নেই, তবু) ১৬
সে (তাকাই সামনে সোজাসুজি,) ১৭
তোমার দিকে (তোমার দিকে তাকাই আমি দেখি অতল চোখ,) ১৭
এই আকাঙ্ক্ষা (আকাশ ক্রমে করছে পান অগাধ তৃষ্ণায়) ১৮
আমার বাড়ির কাছে (আমার বাড়ির কাছে) ১৯
আগুন (আগুনে পুড়ি না আমি) ১৯
আমার নিজেরই আঁকা (আমার নিজেরই আঁকা বাঘ ও গরুর দৃশ্য অতিশয় চিত্তচমৎকারী) ২০
একটি ঢেঁকির দিকে (একটি ঢেঁকির দিকে নির্নিমেষ চেয়ে আমি) ২০
দেশে সাম্যবাদ এলে (দেশে সাম্যবাদ এলে সকল মন্দির) ২১
আমার শত্রুরা (আজ ভোর দশটায় পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে) ২১
৮ মার্চ ১৯৬০ (একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে) ২২
২৬ অগাস্ট ১৯৬০ (মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে।) ২২
২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ (শিশুকালে শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে।) ২৩
১২ অক্টোবর ১৯৬০ (স্রোতপৃষ্ঠে চূর্ণ-চূর্ণ লোহিত সূর্যাস্ত ভেসে আছে;) ২৪
১৪ অক্টোবর ১৯৬০ (কাগজকলম নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকা প্রয়োজন আজ;) ২৪
১৩ জুন ১৯৬১ (কেন যেন স'রে যাও, রৌদ্র থেকে তাপ থেকে দূরে।) ২৫
১৬ জুন ১৯৬১ (মাংসল চিত্রের কাছে এসে সব ভোলা গিয়েছিলো।) ২৫
২৬ জুন ১৯৬১ (নাকি স্পষ্ট অবহেলা, কোরকে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজো) ২৬
২৭ জুন ১৯৬১ (সময়ের সঙ্গে এক বাজি ধ'রে পরাস্ত হয়েছি।) ২৬
২৭ জুন ১৯৬১ (আমাদের অভিজ্ঞতা সিক্ত গিরিখাতের মতন) ২৬
১ জুলাই ১৯৬১ (কী উৎফুল্ল আশা নিয়ে সকালে জেগেছি সবিনয়ে।) ২৭
২ জুলাই ১৯৬১ (গুনে-গুনে ছেড়ে দিই, নিজেও সুস্থির পায়ে নামি) ২৭
১৪ জুলাই ১৯৬১ (পর্দার আড়ালে থেকে কেন বৃথা তর্ক ক'রে গেলে—) ২৮
১৫ জুলাই ১৯৬১ (কী যে হবে, কী যে হয়, এখনো অনেক রীতি বাকি।) ২৯
১৯ জুলাই ১৯৬১ (বেশ কিছুকাল হলো চ'লে গেছো, প্লাবনের মতো) ২৯
১৯ জুলাই ১৯৬১ (নেই কোনো দৃশ্য নেই, আকাশের সুদূরতা ছাড়া।) ২৯
২০ জুলাই ১৯৬১ (আর যদি না-ই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী) ৩০
২০ জুলাই ১৯৬১ (অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার) ৩০
২০ জুলাই ১৯৬১ (নিকটে অমূল্য মণি, রত্ন নিয়ে চলার মতোন) ৩১
২০ জুলাই ১৯৬১ (যেন প্রজাপতি ধরা—প্রত্যক্ষ হাতের অতর্কিত) ৩১
২২ জুলাই ১৯৬১ (সুগভীর মুকুরের প্রতি ভালোবাসার মতোন) ৩২
২৩ জুলাই ১৯৬১ (বিদেশী ভাষায় কথা বলার মতোন সাবধানে) ৩২
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ (কেন এই অবিশ্বাস, কেন আলোকিত অভিনয়?) ৩২
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ (রোমাঞ্চ কি র'য়ে গেছে; গ্রামে অন্ধকারে ঘুম ভেঙে) ৩৩
১ মার্চ ১৯৬২ (সবই অতিশয় শান্ত; নির্বাক ডিমের ভাঙা খোশা,) ৩৩
১ মার্চ ১৯৬২ (যদি পারো তবে আনো, আনো আরো জয়ের সম্ভার।) ৩৪

৩ মার্চ ১৯৬২ (ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে) ৩৪
৬ মার্চ ১৯৬২ (আমি তো চিকিৎসক, ভ্রান্তিপূর্ণ চিকিৎসায় তার) ৩৫
১২ মার্চ ১৯৬২ (আরো কিছু দৃশ্যাবলি দেখেছি, জীবিতকালে যারা) ৩৫
১২ মার্চ ১৯৬২ (মনের নিভৃত ভাগ লোভাতুর, সতত সুগ্রাহী।) ৩৫
২৫ মার্চ ১৯৬২ (সুরায় উন্মত্ত হ'য়ে পদাঘাতে পুষ্পাধারটিকে) ৩৬
১৭ মার্চ ১৯৬২ (রসাত্মক বাক্য লেখা কবে যে আয়ত্ত হবে, ভাবি) ৩৬
১৭ মার্চ ১৯৬২ (কিছুটা সময় তবু আমাকেও ক'রে নিতে হবে।) ৩৭
১৮ মার্চ ১৯৬২ (শূন্যকে লেহন করো, দেবদারু, ঊর্ধ্বগ শাখায়,) ৩৭
২২ মার্চ ১৯৬২ (কোনোদিন একবার উদ্যানে বেড়াতে গেলে পরে) ৩৭
৫ এপ্রিল ১৯৬২ (শুধু গান ভালোবাসো; বিপদার্ত মিলনচিৎকারে) ৩৮
৮ এপ্রিল ১৯৬২ (সন্তপ্ত কুসুম ফুটে পুনরায় ক্ষোভে ঝ'রে যায়।) ৩৮
১৫ এপ্রিল ১৯৬২ (বড়ো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, চোখের ক্ষমতা ক'মে গেছে) ৩৯
১৭ এপ্রিল ১৯৬২ (বাতাস আমার কাছে আবেগের মথিত প্রতীক,) ৩৯
১৭ এপ্রিল ১৯৬২ (আমার বাতাস বয়; সদ্যোজাত মরুভূমি থেকে) ৪০
৯ মে ১৯৬২ (এরূপ বিরহ ভালো; কবিতার প্রথম পাঠের) ৪০
১৮ মে ১৯৬২ (ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?) ৪১
২১ মে ১৯৬২ (নানা কুন্তলের ঘ্রাণ ভেসে আসে চারিদিক থেকে।) ৪১
২৩ মে ১৯৬২ (করুণ চিলের মতো সারাদিন, সারাদিন ঘুরি।) ৪২
২৪ মে ১৯৬২ (যখন কিছু না থাকে, কিছুই নিমেষলভ্য নয়,) ৪২
৭ জুন ১৯৬২ (আমার আশ্চর্য ফুল, যেন চকোলেট, নিমেষেই) ৪৩
২২ জুন ১৯৬২ (যাক, তবে জ্ব'লে যাক, জলস্তম্ভ, ছেঁড়া যা হৃদয়।) ৪৩
আমি আর করবী কুসুম (কার্য সমাপন হলে ছায়ার মতন এসে ছায়া দেয় সাবলীল ঘুম;) ৪৪
সকল বকুল ফুল (সকল বকুল ফুল শীতকালে ফোটে, ফোটে শীতাতুর রাতে) ৪৪
বিশাল দুপুরবেলা (বিশাল দুপুরবেলা চারিদিকে ফুটে আছে ফুটে আছে আকাশে আকাশে।) ৫০
কেমন মোহানা (কেমন মোহানা, চুপে মোহানারই মতো হয়ে চারিপাশে এলিয়ে রয়েছে।) ৬০
টেবিলে রোদের ফোটা (কাচের সন্তান কাচ—এই কথা দেখা গেল আমাদের খবর কাগজে।) ৭৩
ভুরুবন ছায়াতলে (ভুরুবন ছায়াতলে এসে বসে ফুটে ওঠে তারা) ৭৩
শিকড়ের কথা শুনে (শিকড়ের কথা শুনে, মনে হয় কথা শুনি অথবা শিকড় নেই, ভাসি—) ৭৪
গমন্ত (আমার এ মোমবাতি নিম্ন লিখিত মোহে আকাশের আগুনে আগুনে) ৭৪
জলপিপি (এইখানে সভা ক'রে ব'সে আছে এখন অনেকে।) ৭৫
কিসের কিসের শিলা (কিসের কিসের শিলা? এ সকল সৃষ্টি নয়, পূর্বতন সৃষ্টির প্রকাশ।) ৭৫
সরস্বতী পূজা (সন্ধ্যার কিছুটা পরে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ফুটে যায়।) ৭৬
দূরত্ব (দূরত্ব নিকটে আসে, আমি তার শরীরের বিচ্ছুরিত আলো) ৭৬
এ জীবন (পৃথিবীর ঘাস, মাটি, মানুষ, পশু ও পাখি—সবার জীবনী লেখা হলে) ৭৭
রবীন্দ্রনাথ (তবে তো রবীন্দ্রনাথ আশা আছে, তুমি আছ কলকাতা থেকে দূরে গ্রামে) ৭৮
মাধুর্য (এইখানে একদিন মাধুর্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কবে।) ৭৮
রহস্য (রহস্যের সঙ্গে মাত্র তিনবার দেখা হয়েছিল।) ৭৯
অকাল্পনিক (তোমার ভিতরে যাব, হে নগরী, মাঝে মাঝে চুপি চুপি যাব) ৭৯
সরস্বতী পূজা দ্বিতীয় (কলেজ স্ট্রীটের থেকে এগোলেই গোলদীঘি, এ সেই কলেজ স্ট্রীট যেখানে সবার) ৮০
করমর্দন (একটি পায়রা এসে সহসা আমার হাতে বসেছিল একদিন কবে,) ৮৫
যুক্ত সমীকরণ (যে কোনো গণিতসূত্র নিয়ে তার পরিবর্তীদের) ৮৫

ছেলেবেলা (বাবুই পাখির বাসা সঙ্গে নিয়ে একটি কিশোরী) ৮৫
সাম্প্রতিক (এখন বিশেষ কোনো ব্যথা নেই, প্রেম নেই, মাঝে মাঝে তীর্থক্ষেত্রে যাই।) ৮৬
তিন ঘণ্টা পরে (একবার বসা হলে কমপক্ষে সাত দিন তার) ৮৬
চাঁদের গুহার দিকে (চাঁদের গুহার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকি, মেঝের উপরে) ৮৭
আমার ভুট্টায় তেল (আমার ভুট্টায় তেল মাখতে মাখতে চাঁদ বলল 'তোমার) ৮৭
বসা শুরু করতেই (বসা শুরু করতেই—একটি কি দুটি ধাক্কা দিতেই আমাকে) ৮৮
আমি ঝুঁকে পড়ি আরো (আমি ঝুঁকে পড়ি আরো উবু হয়ে বসার সময়ে) ৮৮
কলিকাতাবাসী হব—১ (নতুন প্রণালী দিয়ে ঢুকে যায় শব্দগুলি এক দুই তিন চার পাঁচ) ৮৯
বৈদগ্ধ্য (বৈদগ্ধ্য ও তার কন্যা একদিন এসেছিল আমার দুপুরে।) ৮৯
মুকুট (এখন পাকুড়গাছে সম্পূর্ণ নূতন পাতা, তার সঙ্গে বিবাহিত এই) ৯০
কাপড়ের অন্তরালে (কাপড়ের অন্তরালে মানুষ বিলীন হয়ে যায়;) ৯১
মায়া সভ্যতা (মায়া সভ্যতার মধ্যে উত্থানপতন ছিল গভীর বিস্ময়।) ৯১
বস্ত্র পরিহিত এই (বস্ত্র পরিহিত এই পর্জন্যসমূহ কথা বলে) ৯১
দুপুরে বাড়ির মধ্যে (দুপুরে বাড়ির মধ্যে আমরা অনেকে আছি। আমি) ৯২
বর্তমানে আমি (বর্তমানে আমি) ৯২
আমি তো প্রত্যেকবার (আমি তো প্রত্যেকবার পেয়েছি, অদ্যও আমি সানন্দে পেয়েছি।) ৯৩
ছাত্রী (এইমাত্র দেখলাম অনেক বালিকা যায় পথ দিয়ে হেঁটে;) ৯৩
আমার শোবার ঘর ছেড়ে (আমার শোবার ঘর ছেড়ে আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।) ৯৪
আমার বাড়ির থেকে (আমার বাড়ির থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি অগণিত যুবতী চলেছে।) ৯৪
আমার পিতার নাম (আমার পিতার নাম বিপিনবিহারী) ৯৪
প্রস্রবণ (এ আমার প্রস্রবণ পুণ্যকর্মে মতি আছে এমন যে কেউ) ৯৫
মনে পড়ে উনিশ শো (মনে পড়ে উনিশ শো বাষট্টি খৃষ্টাব্দে আমি বাইসাইকেলে) ৯৫
আমার ঘর (আমার ঘরের মধ্যে বসে আছি বিকালবেলায়) ৯৬
নাচানাচি (আমাদের প্ল্যাটফর্মে ভোরবেলা দশটায় বহু ডালা জড় হয়েছিল,) ৯৬
গ্রাম ও নগর (আজকে সকালবেলা আমাদের গ্রামের একটি) ৯৬
যে বাড়িতে ঘর ভাড়া (যে বাড়িতে ঘর ভাড়া করে থাকে আমার শ্লেট ও) ৯৭
প্রায় প্রত্যহই আমি (প্রায় প্রত্যহই আমি ভোরবেলা ও বিকালে বেড়াতে বেরোই।) ৯৭
আমাদের উঠোনের (আমাদের উঠোনের পুবপাশে মাথা পরিমাণ) ৯৮
তোমার তো সবই আছে (তোমার তো সবই আছে সংসার, ধর্মের ষাঁড়, বিদেশ ভ্রমণ,) ৯৮
আমি গণিত-আবিষ্কর্তা (আমি গণিতাবিষ্কর্তা, আমার নিজের আবিষ্কৃত) ৯৯
এইখানে এসে (এইখানে এসে এই লাভ হল—কতিপয় ফিঙে পাখি দেখা গেল মাঠে।) ৯৯
যৌবন (সহসা তাকিয়ে দেখি যৌবন নিকটে আছে আমার সমান লম্বা প্রায়।) ১০০
সৌন্দর্য (সৌন্দর্যের সঙ্গে ফের দেখা হল, দেখলাম সৌন্দর্যের সিঁথিতে সিন্দুর) ১০০
ঔদার্য (ঔদার্যকে দেখলাম বিকাল বেলায় আমি বেড়াতে বেরিয়ে;) ১০১
সন্ধ্যায় বৃষ্টি (সন্ধ্যায় প্রায়ান্ধকারে বৃষ্টিপতনের ধ্বনি শুনি।) ১০১
রাণী দর্শনের পরে (রাণী দর্শনের পরে গ্রামে ফিরে এসেছি এখন) ১০২
আজ আমি (আজ আমি রা...র কাছে দুপুরে গিয়েছিলাম। গেলে) ১০২
ভারতীয় গণিত (ক্যালকুলাসের এক সত্য আমি লিপিবদ্ধ করি।) ১০২
ভেনাস ও এডোনিস (ভেনাস স্বর্গের দেবী মর্ত্যবাসী এডোনিস নামক মানব) ১০৩
শাশ্বতকালীন (কেবলি রিকির নাম লিখি আজ ফাল্গুনের মসৃণ বাতাসে।) ১০৩
ধুয়ে দিই (সম্মত জলের কাছে বসে বসে তারপর চলে গেল একটি কবিতা।) ১০৪

পয়লা শ্রাবণ আজ (পয়লা শ্রাবণ আজ, হৃদি বলে অদ্য অতি মূল্যবান দিবা) ১০৪
যে সকল ডালা (যে সকল ডালা খুব লম্বা তারা সবচেয়ে ভালো ও সুন্দরী) ১০৫
আমি বহুক্ষণ ব্যাপী (আমি বহুক্ষণ ব্যাপী সফল কলাগাছের কথা ভাবলাম) ১০৫
অল্প কিছুক্ষণ আগে (অল্প কিছুক্ষণ আগে আমি বহু ডালা দেখলাম।) ১০৬
সমস্ত মানুষ (সমস্ত মানুষ জন্মে পেয়ারা খায় ও তার ফলে) ১০৬
অবশেষে ধীরে ধীরে (অবশেষে ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ সিদ্ধান্তময় ঝড় থেমে যায়,) ১০৬
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (বর্তমানে ভারতের পৃথিবীর মানচিত্র সমূহের ভিতরে আমার) ১০৭
এ বছর মাঘ মাসে (এ বছর মাঘ মাসে আমের মুকুল দেখা দিয়েছে বাগানে।) ১০৭
এখন (বাঁশগাছ শালগাছ কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে এখন,) ১০৭
আকাশের নক্ষত্রেরা (আকাশের নক্ষত্রেরা সর্বদাই ভালো থাকে, কখনোই খারাপ থাকে না।) ১০৮
সমস্ত সুন্দর (সমস্ত সুন্দর এই পুষ্পোদ্যান এ বয়সে আমার জমিতে বানিয়েছি।) ১০৮
বিত্তশালী ও দরিদ্র (বিত্তশালী ও দরিদ্র সকল মানুষকেই সূর্য আলো দেয়) ১০৯
সটান সূর্যের দিকে (সটান সূর্যের দিকে তাকানো উচিত নয়, যদিবা সূর্যের দিকে তাকায় তাহলে) ১০৯
মহাদেবের জটা (এবং মহাদেবের জটা থেকে নদী বের হয়।) ১১০
প্রতিশ্রুতি (প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে আমার আলোকচিত্র মানুষেরা আরো) ১১০
একটি মহিলা হেঁটে (একটি মহিলা হেঁটে চলে গেল আমাদের গ্রাম্য পথ দিয়ে,) ১১০
মধুসূদন দত্ত (হে মধুসূদন, তুমি ভূমিষ্ঠ তো হয়েছিলে কবতক্ষতীরে) ১১১
ছন্দোবদ্ধ আলোকচিত্র (পৃথিবীতে ছন্দোবদ্ধ আমার আলোকচিত্রখানি) ১১১
সূর্যগ্রহণের কালে (সূর্যগ্রহণের কালে কিছু লেখা ভালো—এই ভেবে) ১১২
ভোরবেলা পুনরায় (ভোরবেলা পুনরায় অতি মনোযোগ দিয়ে ডালাদের মুখ দেখলাম।) ১১৩
ডালিম ফুল (যেহেতু ডালিম ফুল সৎ ও পরোপকারী সেইহেতু সে ফুলের শত্রু প্রায় নেই,) ১১৩
সভ্যতা (সভ্যতাকে দেখলাম একটি যুবার সঙ্গে হেঁটে আসছিল;) ১১৪
ঘুমোবার আগে (তপ্ত লৌহদণ্ড জলে ডোবাত এবং সেই জল খেত নরনারীগণ,) ১১৪
বসন্তকাল (অমিল পয়ার ছন্দে রচিত বসন্তকাল শেষ হয়ে এল।) ১১৫
দিন (কেবলি উপমাময় দিন থেকে মাঝে মাঝে সর্বাধিক আনন্দ পেয়েছি।) ১১৫
ভদ্রা তারকা (এখন দিনের বেলা সূর্য নেই, তারা নেই, তারা নেই আকাশ জ্বলছে ঢাকা আছে) ১১৫
পয়লা আষাঢ় আজ (পয়লা আষাঢ় আজ ভোর থেকে সন্ধ্যাবেলা অবধি কয়েকবার বৃষ্টিপাত হল।) ১১৬
সূর্যের চেয়েও বড় (সূর্যের চেয়েও বড় তারা আছে, তাহলে ও তারাগুলি ছোট মনে হয়।) ১১৬
মানুষ ও খাদ্যদ্রব্য (জন্মের সময়ে সব মানুষের—শিশুদের ওজন অত্যন্ত কম থাকে।) ১১৬
আজকে সুন্দর দিন (আজকে সুন্দর দিন, আমার শৈশব আর শ্মশানে কথা মনে পড়ে।) ১১৭
বর্ষাকালে (বর্ষাকালে আমাদের পুকুরে শাপলা হয়, শীত গ্রীষ্মে এই) ১১৭
মাঝে মাঝে (মাঝে মাঝে আমাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে আমি হেঁটে যাই।) ১১৮
আমাদের গ্রামে (আমাদের গ্রামে সব বাড়িতে বাগান আছে বিভিন্ন ফলের গাছ) ১১৮
মানুষের আলো (আকাশে সূর্যের আর নক্ষত্রগুলির আলো আছে তবে কোন ছায়া নেই) ১১৯
মোচা (পৃথিবীতে কলাগাছে মোচা বের হয়েছিল গাছের ভিতর থেকে ধীরে।) ১১৯
পুনর্জন্ম (বর্ষাকালে লিলি ফুল গাছে খুব ফুল ফুটেছিল।) ১১৯
গতরাত্রে ভেবেছি যে (গতরাত্রে ভেবেছি যে তারকাখচিত এই ঝিনুকের মাঝে) ১২০
আকাশে তাকাই আমি (আকাশে তাকাই আমি ক্ষীণদৃষ্টি বলে শুধু বড় বড় তারা দেখা যায়) ১২০
আজ আমি দেখলাম (আজ আমি দেখলাম মাঠের ভিতর দিয়ে মানুষের পায়ে হাঁটা পথ) ১২১
নিত্যযাত্রীগণ (কলকাতা থেকে আমি একদিন ট্রেনে চেপে বাড়িতে ফিরছিলাম বিকালবেলায়।) ১২১
শুক্লপক্ষে (শুক্লপক্ষে চতুর্দশী তিথির চাঁদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই।) ১২২

বসন্ত এসেছে দেশে (বসন্ত এসেছে দেশে, আমাদের গ্রামে ক্ষেতময়) ১২২
আকর্ষণ (সকল কিছুরই বেশ আকর্ষণ আছে যথা কুসুম আমাকে বেশ আকর্ষণ করে;) ১২৩
আমাদের বাগানে (বর্তমানে আমাদের বাগানে রজনীগন্ধা ফুল ফুটে আছে) ১২৩
পথ দিয়ে অবশেষে (পথ দিয়ে অবশেষে আমি পশ্চিমের দিকে হেঁটে চললাম) ১২৩
ছাব্বিশে বৈশাখ আজ (ছাব্বিশে বৈশাখ আজ অত্যন্ত গরম দিন আজ।) ১২৪
এক সঙ্গে একাধিক চিন্তা করি (সম্পূর্ণ ব্যাচার্থে ভাত চিবোতে চিবোতে আমি আরো ভাত মাখি।) ১২৪
বিশ্বের ভিতরে (বিশ্বের ভিতরে বাস করি আমি, ঘুরি ফিরি বিশ্বের ভিতরে।) ১২৫
মাটি ও গাছ (আমার বাড়ির এই সীমানার বাইরেই একসারি ডোবা;) ১২৫
আমাদের বারান্দায় (আমাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তারা দেখলাম।) ১২৬
ভালো করে তারা দেখি (ভালো করে তারা দেখি, আমার অত্যন্ত প্রিয় কাজ তারা দেখা।) ১২৬
আজকে সাতাশে চৈত্র (আজকে সাতাশে চৈত্র সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আমি পুবাকাশে) ১২৬
ডান দিকে কাৎ হয়ে (ডান দিকে কাৎ হয়ে কনুইতে ভর দিয়ে আধ শোয়া অবস্থায় আছি।) ১২৭
বিগত আষাঢ় মাসে (বিগত আষাঢ় মাসে বাঙলায় খরা হয়েছিল;) ১২৭
আমার বাড়ির থেকে (আমার বাড়ির থেকে বের হয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম একাকী) ১২৭
মুদীর দোকানে (বছর তিরিশ পূর্বে আমাদের গ্রামে কোনো মুদীর দোকান ছিল না তো।) ১২৮
বর্তমানে চৈত্রমাস (বর্তমানে চৈত্রমাস অত্যন্ত গরম আবহাওয়া,) ১২৮
অল্প কয়দিন আগে (অল্প কয়দিন আগে পুকুরের পাশ দিয়ে হেঁটে) ১২৯
বছরখানেক হল (বছরখানেক হল ঠাকুরনগরে এক সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয়েছে।) ১২৯
বৃষ্টি (শব্দ শুনে বুঝছি যে বৃষ্টি হচ্ছে; রাত্রিবেলা ঘরে বসে আছি।) ১২৯
স্বাধীনতা দিবস (আজ হল ভারতের স্বাধীনতা দিবস, সেহেতু) ১৩০
আমাদের গ্রামে বনে অনেক (আমাদের গ্রামে বনে অনেক সজনে গাছ আছে।) ১৩০
ফুলগাছ আছে (আমার বাগানে বহু ফুল গাছ আছে, সারাক্ষণ) ১৩১
পাখিদের গান (সারাদিন আমাদের বাড়ির বাগানে পাখি ডাকে।) ১৩১
ঠাকুরনগরে হাট (ঠাকুরনগরে হাট বসে বুধবারে আর শনিবারে, আজ শনিবার,) ১৩১
যজ্ঞ ডুমুরের গাছ (আজকে সকালবেলা বেড়িয়ে ফিরছিলাম যখন তখন) ১৩২
এই তো ক'দিন আগে (এই তো ক'দিন আগে পথ দিয়ে হেঁটে বাড়ি আসার সময়ে দেখলাম) ১৩২
মানুষ ও অন্য সব প্রাণী (পাখিরা যে সব কাজ করে থাকে সেই কাজ মানুষ করলে) ১৩৩
মানুষের খাদ্য (মানুষের খাদ্য সব প্রকৃতিতে আপনিই হয়—) ১৩৩
কয়দিন আগে (কয়দিন আগে আমি আমার বাড়ির থেকে উত্তরের দিকে হাঁটলাম) ১৩৪
আজকে বিকালবেলা (আজকে বিকালবেলা একটি শিল্পীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল,) ১৩৪
আষাঢ়ের দ্বিতীয়ার্ধে (আষাঢ়ের দ্বিতীয়ার্ধে আবহাওয়া মনোরম হয়েছে ক্রমশ।) ১৩৫
কালকে সন্ধ্যায় (কালকে সন্ধ্যায় এক চাষী এসে বসেছিল আমার বাড়িতে।) ১৩৫
আমার টেবিলময় (আমার টেবিলময় বইপত্র ছড়ানো রয়েছে।) ১৩৫
বৃষ্টির পবিত্র বারি (বৃষ্টির পবিত্র বারি শান্তিবারি বহুক্ষণ ঝরার ফলস্বরূপ বুঝি) ১৩৬
গতকাল ঝড় হল (গতকাল ঝড় হল, মানুষের ইতিহাসে ঝড় হয় মাঝে মাঝে দেখি।) ১৩৬
বহুবিধ পথ আছে (বহুবিধ পথ আছে আমার শিমুলপুর গ্রামে।) ১৩৭
চাঁদের গতিবিধি (এই বিশ্বে পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদ আবর্তিত হয়।) ১৩৭
আজকে পূর্ণিমা (আজকে পূর্ণিমা দোল; বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে) ১৩৭
আজ ভোরে (আজ ভোরে হরিতকী গাছটির নিকটস্থ বেঞ্চে বসে আমি) ১৩৮
জ্যোতিষ্কদিগের গতি (জ্যোতিষ্কদিগের গতি দেখে মনে হয় সব জ্যোতিষ্কসমূহ) ১৩৮
নিকটবর্তিনী চাঁদ (নিকটবর্তিনী চাঁদ, তারারা দূরবর্তিনী তবু) ১৩৯

এই বিশ্বে (এই বিশ্বে আমাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে হাঁটার সময়ে) ১৩৯
যদি এ ভারতবর্ষে (যদি এ ভারতবর্ষে সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণ) ১৪০
যে সব জ্যোতিষ্ক আছে (যে সব জ্যোতিষ্ক আছে এই বিশ্বে সেগুলির সব ক'টি দেখা তো যায় না।) ১৪০
পৃথিবী চাঁদকে দেখে (পৃথিবী চাঁদকে দেখে, চাঁদ পৃথিবীকে দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে।) ১৪০
মৌচাক (মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে মৌচাক হয় দেখি।) ১৪১
সম্পর্ক (অবিরাম মানুষের জন্ম হয় পৃথিবীতে, গুণে দেখা যায়) ১৪১
বাঁশ বাগানের মধ্যে (বাঁশ বাগানের মধ্যে বসে আছি আজ আমি দুপুরবেলায়।) ১৪২
একটি বেজির দেখা (একটি বেজির দেখা পাওয়া গেল, ওই তো সে থমকে দাঁড়িয়ে) ১৪২
রোদ এসে পিঠে পড়ে (রোদ এসে পিঠে পড়ে, টুলটি সরিয়ে নিয়ে আমি) ১৪৩
এখানে একটি ডোবা (এখানে একটি ডোবা চৈত্রমাসে পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছে।) ১৪৩
মৌচাকের দেবদেবী (আমার অট্টালিকার ছাদে ওঠবার সিঁড়ি বেয়ে) ১৪৪
আমার টেবিলে আছে (আমার টেবিলে আছে আমার পায়ের জুতা চামড়া নির্মিত।) ১৪৪
উপরে একটি (উপরে একটি সাদা প্রজাপতি উড়ে যায় আমের ডালের ফাঁকে ফাঁকে) ১৪৫
স্বর্গমর্ত্য (অভিজ্ঞতা হল বৃন্ত, নিজেকে দেবতা কিংবা দেবী ভেবে) ১৪৫
বায়ু আমি ভস্ম আমি (যতই মেঘমলিন হোক না আকাশ দিবাভাগে) ১৪৬
আমি বহুক্ষণ ব্যাপী (আমি বহুক্ষণ ব্যাপী সকল কলাগাছের কথা ভাবলাম) ১৪৭
যখন সূর্যাস্ত হয় (যখন সূর্যাস্ত হয় তখন সূর্যকে বেশি বড় মনে হয়।) ১৪৭
সন্ধ্যার সময় থেকে (সন্ধ্যার সময় থেকে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম) ১৪৮
আতা গাছটির দিকে (আতা গাছটির দিকে চেয়ে থাকি, বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখবার পর) ১৪৮
কোলকাতা নগরীর (কোলকাতা নগরীর গর্তে আমি প্রায়শই বাবুই পাখির বাসা) ১৪৯
উচ্চতম স্থানগুলি (দেখা গেছে পৃথিবীর উচ্চতম স্থানগুলি সর্বদা বরফে ঢাকা থাকে।) ১৪৯
গুহাযুগে (দশভুজা গুহাযুগে এরূপ প্রতীকময় জোছনা উঠত নভে অর্থাৎ হৃদয়ে।) ১৫০
নলকূপ থেকে ফিরে (নলকূপ থেকে ফিরে অনুভব করি আজ আবহাওয়া শীতল মুদ্রিত) ১৫০
মাছ খাওয়া পাখি (বহু বৎসর চিল দেখি নি এ খালবিল) ১৫০
গীতাবলী ৬ (পথের প্রান্তে) ১৫১
পৃথিবী (আমাদের এ পৃথিবী অতীব সুন্দর) ১৫২
আমরা দুজনে মিলে (আমরা দুজনে মিলে জিতে গেছি বহুদিন হল।) ১৫৩
বিভূতিভূষণ (বাঙালি জাতির খুব গর্বের বিষয় এই বিভূতিভূষণ) ১৫৪
দেখি প্রজাপতি উড়ে (আমি লক্ষ করে দেখি একটি ধবল প্রজাপতি) ১৫৪
শুনুন হরিমোহন (শুনুন হরিমোহন গাঙ্গুলি সেই যে কোন) ১৫৫
যখন আমার বাবা (যখন আমার বাবা খুব বুড়ো হয়েছিল) ১৫৫
মায়ের (মায়ের ইসোফেগাসে ক্যানসার হয়েছিল, ফলে) ১৫৬
টেবিলে ফুলদানিতে (টেবিলে ফুলদানিতে কিছু ফুল, রঙ্গন কুসুম।) ১৫৬
ওইখানে গামছায় (ওইখানে গামছায় লাল রঙ দেখা যায়) ১৫৭
ওই তো জলের জগ (ওই তো জলের জগ তার নিকটেই মগ) ১৫৭
সকালে উঠেই দেখি (সকালে উঠেই দেখি আমার টেবিলে) ১৫৮
আজকে সকালে কলে (আজকে সকালে কলে জল ছিল না তো।) ১৫৮
সৃষ্টি (পাঠক-পাঠিকাগণ পাখি, প্রজাপতি, মানুষ ইত্যাদি) ১৫৯
এখনি আনবে (এখনি আনবে রুটি এটুকু লেখার পরে রুটি নিয়ে এল।) ১৬০

উন্মোচনের গান

মানুষ যা কথায় প্রকাশ করতে পারে না, তা প্রকাশ করে গানে, আর গানেও যার প্রকাশ সম্ভব নয়, তা প্রকাশ করে কবিতায়।

বার্নার্ড শ

তুমি তো কথা বলো, জীবন প্রত্যহ
সকাল বিকেলের যে চেনা গদ্যে
লিখিত এক রূপে, তুমি তো অহরহ
হাঁটছো রূঢ় সেই ভিড়ের মধ্যে।

সকাল চুমু খেলে যে সাড়া উদ্বেল,
যে থম্‌থম্ বোধ আনে দিনান্ত,
যাদের নির্মম বিষয়ী উৎপাতে
দীর্ঘ গুরুপাকে হৃদয় ক্লান্ত।

তাদের কখনো কি ধরেছো দুই হাতে,
ছুঁয়েছো তার স্বর, পেয়েছো সুরকে
কণ্ঠে, অথবা এ-অবশ চেতনাতে
ডাকতে পেরেছো কি কোনো সুদূরকে?

সারাটা দিন গেলো তারই তো সন্ধানে
একটি চেতনাকে আকাশে তুলতে,
তাকেই চাই আমি অবাক প্রাণে প্রাণে
সেতুর পারাপার সে পারে খুলতে।

হয়তো চকিতে সে তোমাকে ছুঁয়ে যাবে
অপস্রিয়মান ছায়ার নৃত্যে,
হঠাৎ থরোথরো মিড়ের সাড়া পাবে
নিমীল বর্ণালী ঘুমাবে চিত্তে।

আমি তো চাঁদ নই, পারি না আলো দিতে
পারি না জলধিকে আকাশে তুলতে।
পাখির কাকলির আকুল আকুতিতে
পারবো কি তোমার পাপড়ি খুলতে?

৩০.৭.১৯৫৭